[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ধান কেটে মাঠেই রাখা আছে। এ বছর জমিতে ফসল খুব ভালো হয়েছিল। প্রতি বিঘায় ১৮ মণ ধান পাওয়ার আশা ছিল। অথচ দুই দিনের বৃষ্টিতে সেই ফলন অর্ধেকে নেমে আসতে পারে। এখন ১০ মণ ধান পাওয়াও কঠিন হয়ে যাবে।

আরেক চাষি জনি বলেন, এক বিঘা জমিতে সেচ খরচ ৩ হাজার টাকা, সার ও কীটনাশকে ৬ হাজার টাকা, চারা কিনতে ১ হাজার ৪০০ টাকা এবং মাড়াই করতে ২ হাজার টাকা খরচ হয়। নিড়ানিসহ সব মিলিয়ে প্রায় ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এ জমিতে ১৫ থেকে ১৭ মণ ধান পাওয়া যায়। কিন্তু টানা বৃষ্টির কারণে সেই ফলন ১০ মণে নেমে আসতে পারে। ফলে এ বছর ফলন বিপর্যয়ের কারণে লোকসানে পড়তে হবে।

আরেক ধানচাষি আব্দুল খালেক বলেন, আমার ৩৫ কাঠা জমিতে ধানের আবাদ রয়েছে। আরও সপ্তাহখানেক পর ধান কাটার কথা ছিল। কিন্তু টানা বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসে সব ধান মাটিতে নুয়ে পড়েছে। এতে ফলন অর্ধেকে নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে।

কলাইচাষি একরাম বলেন, দুদিন আগে কলাই কেটে মাঠে শুকাতে দিয়েছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কলাই এক জায়গায় জড়ো করে স্তূপ করে রেখেছি। এভাবে ভাপসা হয়ে পচে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে ফলন অর্ধেকে নেমে আসতে পারে।

আরেক কলাইচাষি আমজাদ হোসেন বলেন, এ বছর এমনিতেই মাঠে কলাইয়ের অবস্থা ভালো নয়। যেখানে প্রতি বিঘায় ৫ মণ কলাই পাওয়ার কথা, সেখানে এবার আড়াই থেকে ৩ মণ পাওয়া যাচ্ছে। টানা বৃষ্টিতে তা আরও কমে ১ থেকে দেড় মণে নেমে আসতে পারে। যেসব কলাইয়ে পানি লেগেছে, সেগুলো নষ্ট হয়ে সাদাটে হয়ে যাবে।

কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে জেলায় ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৯৩ হাজার মেট্রিক টন। এছাড়া ২ হাজার হেক্টর জমিতে কলাই চাষ হয়েছে। তবে হঠাৎ টানা বৃষ্টিতে উঠতি ফসলের বেশ ক্ষতি হয়েছে। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের সার্বক্ষণিক পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।